104812 - ছাত্রদের জন্য রিপোর্ট ও এসাইনমেন্ট লিখে দেয়া কিংবা ইন্টারনেট থেকে সেগুলো সংগ্রহ করে দেয়া

প্রশ্ন

আমি আপনাদের ওয়েবসাইটে পড়েছি যে, অর্থের বিনিময়ে ছাত্রদেরকে রিপোর্ট তৈরী করে দেয়া হারাম। কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, যদি শিক্ষক জানে যে, ছাত্ররা রিপোর্টগুলো অমুক ব্যক্তিদের কাছে তৈরী করে। সেই ব্যক্তিরা বিষয়গুলো ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করে। বরং কিছু কিছু শিক্ষক ছাত্রদেরকে বলে যে, তোমরা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ কর। এমতাবস্থায়ও কি এটি হারাম হবে? কেননা আমি ছাত্রদের জন্য রিপোর্ট লিখে দেয়ার কাজ করছি। কিন্তু ফতোয়াটি পড়ার পর আমি এটি স্থগিত করে দিয়েছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

ছাত্রদেরকে যে রিপোর্ট কিংবা এসাইনমেন্টগুলো তৈরী করতে বলা হয় এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে গবেষণার প্রশিক্ষণ দেয়া, এক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করা, তাদেরকে রেফারেন্স গ্রন্থগুলো ব্যবহারে অভ্যস্ত করা তোলা, ইত্যাদি। তাই এ গবেষণাগুলো ছাত্ররা নিজে তৈরী করা আবশ্যকীয়। অর্থের বিনিময়ে কিংবা অর্থ ছাড়া এগুলো তাদেরকে তৈরী করে দেয়া নাজায়েয। যেহেতু এটি জালিয়াতি, মিথ্যা, প্রজন্ম নষ্ট করা এবং এমন কিছু দুর্বল ছাত্র বের করার নামান্তর যারা এ রেফারেন্স গ্রন্থগুলো ব্যবহার করতে জানে না।

ছাত্রের জন্য অন্যদের গবেষণাগুলো থেকে উপকৃত হওয়া, ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা, ও সাধারণ সব গবেষকদের মত কোন কোন পয়েন্টে সহপাঠীদের সহযোগিতা নেয়া জায়েয। কিন্তু গোটা গবেষণাপত্র অন্যের কাছ থেকে নিয়ে সেটি পেশ করা জালিয়াতি ও মিথ্যা; চাই ছাত্র এটি অন্য ছাত্রের কাছ থেকে সংগ্রহ করুক কিংবা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করুক। যে শিক্ষক এ বিষয়টির স্বীকৃতি দেয় কিংবা এ ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে তিনিও গুনাহতে অংশীদার হবেন।

আরও জানতে দেখুন: 95893 নং প্রশ্নোত্তর।

আপনি ছাত্রদের জন্য এমন রিপোর্টগুলো লেখার কাজ স্থগিত করে দিয়ে ভাল করেছেন। আমরা আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করছি যাতে করে আল্লাহ্‌ পূর্বের কৃত কর্ম ক্ষমা করে দেন, আপনাকে প্রতিদান দেন এবং তাঁর অবারিত হালাল রিযিক থেকে আপনাকে রিযিক দেন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।